হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে অপবাদ বচন দ্বারাও বুঝান হইয়াছে—

শিক্ষাগুরোরপ্যাবশ্যকত্বমাহুঃ—বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ। ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ। ॥ ২০৯ ॥

যে গুরোশ্চরণং সমবহায় অতি লোলুপম্ অদান্তমদমিতং মন এবং তুরগং বিজিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণৈশ্চ কৃত্বা যন্তুং ভগবদন্তর্মুখীকর্ত্তুং প্রযতন্তে তে উপায় খিদঃ তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে অতো ব্যসনশতান্বিতা ভবন্তি অতএব ইহ সংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব। হে অজ! অকৃতকর্ণধরা 'অস্বীকৃতনাবিকা জলধৌ যথা তদ্বৎ। শ্রীগুরু-পদর্শিতভগবদ্ভজনপ্রকারেণ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানে সতি তৎকৃপয়া ব্যসনানভিভূতৌ সত্যাং শীঘ্রমেব মনো নিশ্চলং ভবতীতি ভাবঃ। অতো ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। মিলিতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ ॥ শ্রুতিশ্চ—তস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ইতি ॥ ১০॥ ৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ ॥ ২০৯ ॥

তন্মধ্যে অর্থাৎ শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরুর মধ্যে শ্রবণগুরু-সংসর্গেই শাস্ত্রীয়জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্য কোনও প্রকারে শাস্ত্রীয়জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত সাধ্যসাধন প্রয়োজনতত্ত্বের জ্ঞান লাভ হয় না। এই কথাটাই ১১।১০ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ উদ্ধব মহাশয়কে বলিয়াছেন—

"আচার্য্যোঽরণিরাদ্যস্যা অন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ। তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ।" অন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ। তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যা-সন্ধিঃ সুখাবহঃ।" আচার্য্য (শ্রবণগুরু) আদ্য অর্থাৎ নীচের কাষ্ঠ, অন্তেবাসী—শিষ্য উপরকার কাষ্ঠ, শ্রীগুরুদেবের উপদেশ মধ্যম অর্থাৎ মন্থনকাঠ—তাঁহা হইতে শাস্ত্রীয় জ্ঞান, কিন্তু "সন্ধিভব অগ্নিস্থানীয়"। শ্রুতিও ঐপ্রকার বলেন—"আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপং" অর্থাৎ আচার্য্য পূর্ব্বকাষ্ঠ। অতএব, শ্রুতি আরও বলেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" সেই পারমার্থিক তত্ত্ববস্তু জানিবার জন্য জিজ্ঞাসু শিষ্য গুরুচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। শ্রুতিতে আরও দেখা যায়—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"। যে জন গুরুচরণ আশ্রয় করিয়াছে, সেই জনই পরতত্ত্ববস্তু জানেন ; শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় না করিলে পরতত্ত্ব বস্তু জানা যায় না। কঠোপনিষদে উল্লেখ আছে—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়াপ্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় শ্রেষ্ঠ"। হে প্রিয়তম! এই পারমার্থিক মতি তর্কের দ্বারা লাভ করা যায় না, অন্য শ্রবণগুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াই সুন্দর জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় ॥ ২০৮ ॥